উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

GHASHFUL

প্রকাশনার ২৪ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

- বর্ষ ২০২৫
- সংখ্যা ০২
- এপ্রিল - জুন

নওগাঁর আদিবাসী পাড়ায় 'ঘাসফুল কেয়ার প্রকল্প' উদ্বোধন

নতুন অভিযোজন ও জীবন-জীবিকার দিগন্তের সন্ধান

খরার তীব্রতায় সংকটাপন্ন নওগাঁর বরেন্দ্র অঞ্চলের ৪০০টি আদিবাসী পরিবারকে নিয়ে 'ঘাসফুল কেয়ার' প্রকল্প মাঠে নামল নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এটি শুধু সহায়তা প্রদান নয়, বরং স্থানীয়দের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবেলায় অভিযোজন ক্ষমতা অর্জন ও আত্মনির্ভর জীবিকা গড়ে তোলার কৌশলকে কেন্দ্র করে বাস্তবায়িত হচ্ছে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিনব কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্পটি আদিবাসী পরিবারগুলোর উন্নয়নে কাজ করবে।

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার মথুরা ইউনিয়নের চকবেনী আদিবাসী পাড়ায় ১৫ মে ২০২৫ তারিখে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় 'ঘাসফুল কেয়ার প্রকল্প'। উদ্যোগটি স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকায় টেকসই ইতিবাচক পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে বাস্তবায়িত হবে।

কেয়ার প্রকল্প United Nations Development Programme (UNDP) এবং Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP) কর্তৃক আর্থিক সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়ন করছে। মূল লক্ষ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় স্থানীয় আদিবাসীদের অভিযোজনমতা বৃদ্ধি করা এবং খরার তীব্রতায় দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে থাকা বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবারগুলোকে কর্মসংস্থান ও জীবিকার বিকল্প প্রদান করা।

> নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার মথুরা ইউনিয়নের চকবেনী আদিবাসী পাড়ায় ১৫ মে ২০২৫ তারিখে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় 'ঘাসফুল কেয়ার প্রকল্প'। প্রকল্পটি আগামী জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত চলবে এবং বদলগাছি উপজেলার সদর ও মথুরা ইউনিয়নের ৪০০টি আদিবাসী পরিবার এতে সরাসরি অংশ নেবে। পৃকল্পের কার্যক্রম যথেষ্ট বৈচিত্রময় ও প্রয়োজনভিত্তিক - যার মধ্যে রয়েছে: খরাসহনশীল কৃষি ও পশুপালন প্রশিক্ষণ, বাড়ির আঙিনায় বা বসতির চাপরপাশে জৈব উপায়ে সবজিচাষ ও ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন, পুকুর পুনঃখনন ও বৃষ্টির পানি সংরণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তন, উন্নত চুল্লি ব্যবহার ও প্রসার, জলবায়ু অভিযোজন কৌশল নিয়ে কমিউনিটি ওয়ার্কশপ, নারীর নেতৃত্বে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নসহ নানারকম সৃজনশীল উন্নয়ন কর্মকান্ড।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারি পরিচালক মোঃ সাইদুর রহমান ও কে.এম.জি. রব্বানি বসুনিয়া। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রকল্প প্রধান নিশাত তাসনিম।

সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, "প্রকল্পটি শুধু সেবাদান নয়; এটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দতা ও আত্মবিশ্বাস গড়ার একটি কার্যকর উদ্যোগ। প্রকল্পের সফলতা নির্ভর করবে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সচেতন প্রয়াসের ওপর।" তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য কেয়ার প্রকল্প আগামী জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত চলবে এবং বদলগাছি উপজেলার সদর ও মথুরা ইউনিয়নের ৪০০টি আদিবাসী পরিবার এতে সরাসরি অংশ নেবে। প্রকল্পের কার্যক্রম যথেষ্ট বৈচিত্রময় ও প্রয়োজনভিত্তিক - যার মধ্যে রয়েছে:

- খরাসহনশীল কৃষি ও পশুপালন প্রশিক্ষণ।
- বাড়ির আঙিনায় বা বসতির চাপরপাশে জৈব উপায়ে সবজিচাষ ও ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন।
- পুকুর পুনঃখনন ও বৃষ্টির পানি সংরণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তন।
- উন্নত চুল্লি ব্যবহার ও প্রসার।
- জলবায়ু অভিযোজন কৌশল নিয়ে কমিউনিটি ওয়ার্কশপ।
- নারীর নেতৃত্বে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নসহ নানারকম সৃজনশীল উন্নয়ন কর্মকান্ড।

প্রকল্প প্রধান নিশাত তাসনিম জানান, "নারীদের নেতৃত্বে অভিযোজন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে, যাতে তারা পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে।"

বর্তমানে বদলগাছি এলাকা দীর্ঘদিন ধরে খরার প্রভাবে পিছিয়ে আছে। পানির

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

নতুন অভিযোজন ও জীবন-জীবিকার দিগন্তের সন্ধান .... ১ম পৃষ্ঠার পর

সংকট, মাটির উর্বরতা হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জের কারণে কৃষি উৎপাদন শ্লথ হয়ে পড়েছে। এর ফলে এখানকার কৃষক ও আদিবাসী পরিবারগুলোর জীবিকা সংকটে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বরেন্দ্র" অঞ্চলে সাধারণ ফসল উৎপাদনের পরিবর্তে খরামুক্ত জমিতে আম ও ফলচাষের দিকে রূপান্তর ঘটেছে - যার ফলে প্রচলিত কর্মসংস্থান হারিয়েছে স্থানীয় শ্রমজীবী আদিবাসী জনগোষ্ঠী।

আদিবাসীদের জন্য বিশেষ করে খরার সময়ে কর্মসংস্থানের স্বল্পতা ও পর্যাপ্ত পানির অভাব জীবনযাত্রাকে জটিল করেছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, জলবায়ু দুর্বলতা, মাটির উর্বরতা ও শুষ্কতার কারণে বরেন্দ্র অঞ্চলে কৃষিতে বছরে একটি ফসলও ফলাতে সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

এধরণের সঙ্কট মোকাবিলায় "ঘাসফুল কেয়ার" প্রকল্প স্থানীয় মতায়ন ও সম্পৃক্ততা যুক্ত করেছে। এখানে শুধু উপকরণ দেওয়া নয়, বরং প্রশিক্ষণ ও সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, যাতে আদিবাসী জনগণ নিজেই অভিযোজন পরিকল্পনায় অংশ নেবে এবং জীবিকা গঠন করতে পারবে।

প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রত্যাশা করা হচ্ছে:

- খরার সঙ্গে লড়াই করার জন্য প্রতিরোধমতা বৃদ্ধি।
- বিভিন্ন ফসল ও পশুপালনের মাধ্যমে জীবিকার উৎস বৈচিত্র।
- নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসবে, এবং পরিবার সমাজে নতুন নেতৃত্ব গড়ে তুলবে।
- শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ, যেখানে আদিবাসী সম্প্রদায় শুধু সহায়ক নয়, অংশীদার হবে।

প্রকল্প প্রধান আরো বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো স্থানীয় অংশগ্রহণের সত্যিকারের সদিচ্ছা ও সক্রিয়তা এবং প্রল্প শেষে সম্প্রদায়ের নিজস্ব উদ্যোগে চলমানতা নিশ্চিত করা।

এভাবে, বদলগাছি উপজেলা তথা নওগাঁর আদিবাসী পাড়াগুলোতে "ঘাসফুল কেয়ার প্রকল্প" নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে - যেখানে শুধু সহায়তা নয়, মতা বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরতার দিকে ধাপ নেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় আদিবাসী জনগণ আশা করছে, এই প্রকল্প তাদের জীবিকা ও জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা!

ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (ICAB)-এর কাউন্সিল নির্বাচনে (২০২৫-২০২৭) ঘাসফুল উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সুরাইয়া জান্নাত খান এফসিএ সর্বোচ্চ ভোটে এবং ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্য ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ জেরিন মাহমুদ হোসেন এফসিএ, কাউন্সিল সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় ঘাসফুল পরিবার অত্যন্ত গর্বিত, আনন্দিত এবং সম্মানিত বোধ করছে।

তাঁদের এই গৌরবোজ্জ্বল অর্জন ঘাসফুলের জন্য এক ঐতিহাসিক সম্মান - যা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ভাবমূর্তি ও সম্ভাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের প্রতি ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে রইল ফুলেল শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জেরিন মাহমুদ হোসেন এফসিএ -এর মাতা; ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, ২০০৭ সালে আইসিএবি-তে প্রথম নারী কাউন্সিল সদস্য হিসেবে সর্বোচ্চ ভোটে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ২০১১ সালে তিনি আইসিএবি'র প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন–যা সাফা/সার্ক দেশগুলোর চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পেশার ইতিহাসে এক মাইলফলক।

উল্লেখ্য, জেরিন মাহমুদ হোসেন ও তাঁর মা পারভীন মাহমুদ এফসিএ –মা-মেয়ে দু'জনই আইসিএবি'র নেতৃত্বে সম্পৃক্ত হয়েছেন, যা পেশাগত ও পারিবারিক গৌরবের এক বিরল উদাহরণ। এটি কেবল নারী নেতৃত্বের উৎকর্ষকেই প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক প্রেরণার বাতিঘর হিসেবেও বিবেচিত হবে।

ঘাসফুল পরিবার তাঁদের এই সাফল্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় এবং তাঁদের সুস্বাস্থ্য, দীপ্ত ভবিষ্যৎ ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে।

অভিনন্দন!

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্য জেরিন মাহমুদ হোসেন, এফসিএ - মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি'র ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর পদে নির্বাচিত হওয়ায় আমরা অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত।

ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁর মেধা, অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যদীপ্ত নেতৃত্ব ব্যাংকের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

উল্লেখ্য, জেরিন মাহমুদ হোসেন HerStory Foundation-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশের নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছেন। গল্প বলার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি গড়ে তুলছেন আত্মবিশ্বাসী ও সহনশীল প্রজন্ম। তিনি Snehasish Mahmud & Co., Chartered Accountants-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা অংশীদার এবং ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (ICAB)-এর কাউন্সিল সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। আমরা তাঁর সর্বোচ্চ সাফল্য, কামনা করি।

এনবিআর চেয়ারম্যানের সঙ্গে ইনাফি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

গত ৮ এপ্রিল ২০২৫ ইনাফি বাংলাদেশ-এর গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীর নেতৃত্বে নির্বাহী ও এডভাইজারি বোর্ডের সদস্যরা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ-এর সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন। বৈঠকে এনবিআর-এর সদস্য (ট্যাক্স) এবং সদস্য (ভ্যাট) উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর (এমএফআই) কার্যক্রমে বিদ্যমান নীতিগত প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় ইনাফি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।

প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়, মাইক্রোক্রেডিট ঋণের সুদের আয়ে কর অব্যাহতি থাকা সত্ত্বেও ২০২৪ সালের অর্থ আইনে সংযোজিত নতুন ধারা পূর্বের নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও বিভ্রান্তিকর। তাই এ সংশোধনী বাতিল বা স্পষ্ট ব্যাখ্যার দাবি জানানো হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে তহবিল ব্যবহারে অতিরিক্ত অনুমোদনের জটিলতা দূর করার কথা বলা হয়। বর্তমানে বিদেশি অনুদান গ্রহণে এনজিও ব্যুরো ও উদ্বৃত্ত তহবিল ব্যবহারে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদন যথেষ্ট হলেও এনবিআরের অতিরিক্ত অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা সংস্থাগুলোর জন্য অপ্রয়োজনীয় জটিলতা তৈরি করছে বলে উল্লেখ করা হয়।

তৃতীয় প্রস্তাবে মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রমে ঋণের সুদের ওপর ভ্যাট অব্যাহতির দাবি জানানো হয়। বক্তারা বলেন, ২০০২ সালে ব্যাংকিং খাতকে এ সুবিধা দেওয়া হলেও মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো তা থেকে বঞ্চিত রয়েছে, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

এনবিআর চেয়ারম্যান মনোযোগ সহকারে প্রস্তাবগুলো শোনেন এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন। এসময় ঘাসফুলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী।

যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে গড়ে তুলতে

ঘাসফুল'র সাথে সেভ দ্যা চিলড্রেন ও বিটা'র মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

দেশের যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে একটি সুসংগঠিত কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে সেভ দ্যা চিলড্রেন ও উন্নয়ন সংগঠন বিটা'র সঙ্গে ঘাসফুলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২২ এপ্রিল ২০২৫ সভাটি ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠক শেষে প্রতিনিধিদল ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আফতাবুর রহমান জাফরীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। এ সময় জনাব জাফরী অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "যুবসমাজের দক্ষতা উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এই মুহূর্তে সময়োপযোগী উদ্যোগ। ঘাসফুল সবসময়ই এ খাতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে আগ্রহী।"

সভায় সেভ দ্যা চিলড্রেন-এর 'এডুকেশন ফর ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট' কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত 'স্কিলস টু সাকসিড' প্রকল্পের সিনিয়র ম্যানেজার মোহাম্মদ ওবায়দুল হক, প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোয়ালিটি ম্যানেজার মো. শরিফুল আলম ভুঁইয়া এবং বিটা'র প্রকল্প সমন্বয়কারী বাপ্পা চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে সভায় অংশ নেন উপপরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সাদিয়া রহমান এবং প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম।

‘আমার স্বাস্থ্য, আমার অধিকার’

বিশ্ব স্বাস্থ্যদিবস ২০২৫ আমাদের সামনে এমন এক বাস্তবতা উপস্থিত করেছে, যা শুধু স্বাস্থ্যসেবা নয়-একটি জাতির সামগ্রিক ভবিষ্যৎ, শক্তি ও স্থিতির সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে , Health, , Right- অর্থাৎ 'আমার স্বাস্থ্য, আমার অধিকার'। এই বার্তাটি শুধু একটি শ্লোগান নয়; এটি এক বৈশ্বিক পুনরুচ্চারণ যে, স্বাস্থ্যসেবা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার, এবং রাষ্ট্র-সমাজ -পরিবার সবাইকে মিলে এই অধিকার রক্ষা করতে হয়।

বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায়, স্বাস্থ্য বৈষম্য এখনও সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। WHO-এর তথ্যমতে, বিশ্বের প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন মানুষ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পুরোপুরি পায় না, এবং প্রায় দুই বিলিয়ন মানুষ প্রতিবছর স্বাস্থ্যব্যয়ে আর্থিক সংকটে পড়ে। প্রতিরোধযোগ্য রোগের কারণে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে বিপুলসংখ্যক মানুষ অকালমৃত্যুর শিকার হচ্ছে। এই বাস্তবতা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় - স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসকের উপস্থিতি, মানসম্মত ওষুধ, নিরাপদ পানি ও পরিচ্ছন্নতা - এসবই যে মানবাধিকার, তা অবশ্যই বাস্তবে নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশও গত কয়েক দশকে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। শিশুমৃত্যুর হার কমেছে, গড় আয়ু বেড়েছে, টিকাদান কর্মসূচি বৈশ্বিক প্রশংসা কুড়িয়েছে। এতো অগ্রগতি সত্ত্বেও আমাদের সামনে বেশ কিছু গভীর চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। দেশে এখনো চিকিৎসকের ঘাটতি প্রকট; ১০ হাজার মানুষের বিপরীতে চিকিৎসকের সংখ্যা মাত্র ছয়জন, যা প্রতিদিনের চিকিৎসা চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়। ডায়াবেটিস, ক্যানসার, কিডনি ও হৃদরোগের মতো অ-সংক্রামক রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। শহরাঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা তুলনামূলক বেশি থাকলেও গ্রামীণ অঞ্চলে এখনো মানসম্মত ডায়াগনস্টিক বা জরুরি স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে কঠিন। স্বাস্থ্যবীমা বা সার্বজনীন স্বাস্থ্যসুরক্ষার ধারণা এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়নের অপেক্ষায়।

এই সময়ে স্বাস্থ্যসচেতনতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমাদের জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস, পরিবেশ ও মানসিক চাপ- এসবই স্বাস্থ্যঝুঁকির অন্যতম কারণ। দেশের রোগপ্রবণতার চিত্রও বদলে গেছে; এখন দেশের মোট মৃত্যুর বড় অংশই অ-সংক্রামক রোগে হচ্ছে। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে স্থূলতা, ঘুমের সমস্যা, উদ্বেগ ও মানসিক চাপ বাড়ছে; স্ক্রিন টাইম বৃদ্ধি, অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস এবং শারীরিক পরিশ্রম কমে যাওয়ার কারণে এসব সমস্যা আরও তীব্র হচ্ছে। একই সাথে, মানসিকস্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা অনেক কম; স্কুল-কলেজ, কর্মক্ষেত্র ও পরিবারে মানসিক সুস্থতা নিয়ে আলোচনা এখনো যথেষ্ট স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়নি।

এ অবস্থায় দেশের স্বাস্থ্যখাতে একটি সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন, সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী এবং নাগরিক সবাইকে নিয়ে। বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, তবে এগুলোর মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রয়োজন। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা মজবুত হলে অ-সংক্রামক রোগও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। একই সঙ্গে, স্বাস্থ্যবীমা বা Universal Health Coverage এর আওতায় সাধারণ মানুষকে নিতে পারলে চিকিৎসা ব্যয়ের কারণে দারিদ্র্য বাড়ার প্রবণতা কমে আসবে।

স্বাস্থ্যখাতে এনজিওগুলোর অবদানও উল্লেখযোগ্য। মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি, সচেতনতা বৃদ্ধি, কমিউনিটি পর্যায়ে চিকিৎসা এসব ক্ষেত্রে ব্র্যাক, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঘাসফুলসহ অনেক সংস্থা নীরবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই উদ্যোগগুলো দেশের জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এবং সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পাওয়া সহজতর করে তোলে।

এসব আলোচনার শেষে একটি বিষয় স্পষ্ট স্বাস্থ্য অধিকার শুধু নীতিগত বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নয়, ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার সঙ্গেও সমানভাবে জড়িত। পর্যাপ্ত পানি পান, স্বাস্থ্যকর খাবার, নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম, ধূমপান ও মাদক থেকে বিরত থাকা, মানসিক সুস্থতার যত্ন, এবং সময়মতো স্বাস্থ্যপরীক্ষা - এসবই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি দেশ তখনই এগিয়ে যায়, যখন তার জনগণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সুস্থ থাকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্যদিবস ২০২৫ তাই আমাদের মনে করিয়ে দেয় - স্বাস্থ্য শুধু বেঁচে থাকার বিষয় নয়; স্বাস্থ্য হলো মানুষের মর্যাদা, অধিকার এবং উন্নয়নের ভিত্তি। সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা আজ বৈশ্বিক প্রয়োজন, আর বাংলাদেশও সেই পথে এগিয়ে চলেছে। একটি সুস্থ জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন সচেতনতা, দায়িত্ববোধ এবং সমন্বিত উদ্যোগ। কারণ সুস্থ মানুষই শক্তিশালী দেশ।

অনাথ শিশুদের আশ্রয়: ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার

"পরিবারহীন বলে কোনো শিশু যেন ভালোবাসাহীন না হয়"

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার এক নিভৃত গ্রাম–উত্তরবাড়ি। ধুলোমলিন পথের শেষ প্রান্তে, নিঃশব্দে শুরু হয়েছে এক মানবিক বিপ্লবের যাত্রা–'ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার'। এটি কোনো প্রচলিত এতিমখানা নয়, বরং বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ পারিবারিক ফস্টার কেয়ার মডেল। এখানে শিশুরা বেড়ে উঠছে ভালোবাসা, স্নেহ ও নিরাপত্তার ছায়ায়। কোন প্রাতিষ্ঠানিক চার দেয়ালের মধ্যে নয়, বরং বেড়ে উঠছে পরিবারের উষ্ণ বন্ধনে।

ব্যতিক্রমধর্মী মডেলটির সূচনা হয় ২০২৪ সালের ১২ মার্চ, মাত্র ১০ জন অনাথ শিশুকে আশ্রয় দেয়ার মাধ্যমে। ঘাসফুলের এই উদ্যোগের মূল দর্শন–একটি শিশুর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো একটি পরিবার। সেই ভাবনা থেকেই অনাথ শিশুদের কোনো আবাসিক কেন্দ্রে নয়, বরং নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত পালক পরিবারের কাছে লালন-পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এখানে প্রতিটি শিশুই একেকটি পরিবারে বড় হয়ে উঠছে–যেখানে তারা পাচ্ছে মায়ের মমতা, বাবার স্নেহ, ভাইবোনের সাহচর্য এবং একটি নিরাপদ পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার পূর্ণ সুযোগ।

মানবিক উদ্যোগটি কেবল আশ্রয় নয়, শিশুদের সম্মানের সঙ্গেও বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করছে। এখন পর্যন্ত ১৫ জন শিশু–৫ জন ছেলে এবং ১০ জন মেয়ে–১৫টি পালক পরিবারে অবস্থান করছে। শুরুতে ছিল ৪ জন ছেলে ও ৬ জন মেয়ে। পালক পরিবারগুলোকেও ঘাসফুল প্রশিক্ষণ ও মানসিক প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে তৈরি করেছে, যেন তারা অভিভাবকহীন শিশুকে নিজের সন্তানের মতো গ্রহণ করতে পারে। পালক পরিবারগুলোকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে তারা যেন অনাথ শিশুগুলোর উপর মানবিক, সহনশীল ও যত্নশীল হয়ে ওঠে।

শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে ঘাসফুল প্রদান করছে নিয়মিত আর্থিক সহায়তা–যাতে নিশ্চিত হয় শিশুর খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের অধিকার। রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ সহায়তা কেন্দ্র, যেখানে অভিজ্ঞ শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের মাধ্যমে শিশুরা পাচ্ছে পাঠ-সহায়তা, সৃজনশীল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সুযোগ।

শুধু পাঠভিত্তিক শিক্ষা নয়, এই সেন্টারের আরেকটি অনন্য দিক হলো লাইফ স্কিল প্রশিক্ষণ। দক্ষ প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে শিশুরা আত্মবিশ্বাসী ও যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে। তারা নিয়মিত অংশ নিচ্ছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রমে। আনন্দে, উচ্ছ্বাসে আর স্বাধীনতায় ভরপুর প্রতিটি দিনই যেন হয়ে উঠছে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ার অনুপ্রেরণা। এ মানবিক বিপ্লবের নেপথ্যে আছেন এক নিরলস কারিগর–প্রবাসী উন্নয়নচিন্তক ও সমাজসেবী নেজবাথ মাসউদ। শুরু থেকেই ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারের পরামর্শদাতা হিসেবে তিনি যুক্ত। পর্দার আড়ালে থেকে প্রতিটি ধাপে দিয়েছেন নির্দেশনা। তাঁর বিশ্বাস, "প্রতিটি শিশুর বেড়ে ওঠা উচিত এমন একটি পরিবারে, যেখানে তারা অনুভব করতে পারে–'আমিও কারো সন্তান।" এই ভাবনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাঁর অন্তরের মমতা ও মানবিক দায়বদ্ধতা।

বর্তমানে সেন্টারটি এক বছর পূর্ণ করেছে। এই একবছরে পালিত ১৫ জন শিশুর জীবনে ফিরেছে আশ্রয়, ভালোবাসা ও নিরাপত্তা–যা কেবল একটি পরিবারই দিতে পারে। এ সাফল্যের পেছনে যেমন রয়েছে ঘাসফুলের নিবেদিত প্রচেষ্টা, তেমনি রয়েছে নেজবাথ মাসউদের আন্তরিক অনুপ্রেরণা।

সম্প্রতি সেন্টারটি পরিদর্শনে এসেছিলেন ঘাসফুলের সিইও জনাব এ. আর. জাফরী। এটি কেবল রুটিন পরিদর্শন ছিল না–বরং একটি হৃদয়স্পর্শী, আবেগঘন বিকেল। শিশুরা তাকে ঘিরে ধরে গান গায়, গল্প করে, কেউবা নিঃশব্দে হাত ধরে–ভরসা চায়। সেই বিকেল হয়ে ওঠে এক অনন্য মানবিক মিলনমেলা, যেখানে অনাথ শব্দটি মুছে গিয়ে প্রকাশ পায় নতুন এক আত্মিক বন্ধন।

জনাব জাফরী সেদিন বলেন, "শিশুদের হাসিমাখা মুখগুলোর মাঝেই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। পরিবারহীন বলে কোনো শিশু যেন ভালোবাসাহীন না হয়–এটাই ঘাসফুলের চেষ্টার মূলমন্ত্র।"

এই প্রয়াস কেবল দায়িত্ব পালনের এক দৃষ্টান্ত নয়, বরং এটি আনন্দেরও উৎস। গত পহেলা বৈশাখে শিশুরা সেজেছিল রঙিন বৈশাখি পোশাকে, দিন কাটিয়েছিল গান-নাচে, খেলাধুলা আর প্রিয় খাবারের সঙ্গে। ঈদের সময় তারা নিজেরাই শপিং করে, নিজের পছন্দের জিনিস কিনে–যা তাদের মধ্যে গড়ে তুলছে স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ। ব্যতিক্রমী উদ্যোগটিকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে ঘাসফুল এখন পরিকল্পনা করছে 'ব্যক্তি দাতা ফোরাম' গঠনের - যেখানে সমাজের সহৃদয় ও সামর্থ্যবান মানুষদের সম্পৃক্ত করে গড়ে তোলা হবে একটি টেকসই সহায়তা কাঠামো।

'ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার' কেবল একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়, এটি একটি মানবিক দর্শন–যা বিশ্বাস করে, ভালোবাসা থাকলে সমাজের যেকোনো প্রান্ত থেকেও গড়ে তোলা যায় একটি নিরাপদ, স্নেহময় পরিবার। এখানে আশ্রিত শিশুরা শুধু টিকে নেই, তারা গড়ে তুলছে স্বপ্ন, সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে একটি নতুন ভবিষ্যৎ। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে–এই পৃথিবীটা একদিন তাদের জন্যও নিরাপদ ও সুন্দর হবে। আর ঘাসফুলের নিবেদিত কর্মীরাও কাজ করে যাচ্ছেন সেই বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপ দিতে–যাতে একদিন এই শিশুরাও পায় নিজের একটি সংসার, একটি পরিপূর্ণ পরিবার। বস্তুতঃ ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার হলো ভালোবাসায় গড়া, মানবিকতায় রচিত এক নতুন ঘর।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২৫

আলোচনা সভা ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

“স্বপ্নের ডানায় ভর করি, শিশুশ্রমের শৃঙ্খল ছিঁড়ি; এগিয়ে চলি দৃপ্ত পায়ে, আশার আগুন বুকে জ্বালি।” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্ক্ষে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস মিলনায়তনে ১৯ জুন ২০২৫ এক বিশেষ আলোচনা সভা ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির করে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফে), চট্টগ্রাম এবং শিশুশ্রম নির্মূলে কাজ করা বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোছা. ফরিদা খানম। তিনি শিশুশ্রম নির্মূলে সমন্বিত উদ্যোগ, কঠোর নীতি বাস্তবায়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সহায়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

আলোচনায় বক্তারা শিশুদের অধিকার রক্ষা, শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং একটি নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ঘাসফুল এ আয়োজনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং শিশু-বান্ধব ও সমতাভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনে অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।

কারিতাস বাংলাদেশ এর “ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৫” উদ্বোধন এ ঘাসফুল'র অংশগ্রহণ

৬ এপ্রিল ২০২৫ কারিতাস বাংলাদেশের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ে “ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৫” এবং কারিতাস দিবস উদযাপন উপলক্ষে তিন মাসব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। দিবসটির এবারের শ্লোগান ছিল: “এসো, বিশ্বাস ও আশায় একসাথে যাত্রা করি।” অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের উপ-পরিচালক সাদিয়া রহমান বক্তব্য প্রদান করেন এবং মানবকল্যাণে ত্যাগ ও সেবার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিনিধি এবং আলোচকরা উপস্থিত ছিলেন। তারা সমাজে সহানুভূতি, মানবতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

Ghashful Foster Children Care Centre প্রকল্প সংবাদ

শিশুদের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত উৎসবের মাধ্যমে পহেলা বৈশাখ উদযাপন

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ১৪ এপ্রিল ২০২৫ ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারের শিশুদের নিয়ে এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শিশুরা নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে নিজেদের মেধা ও সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ পায়। বৈশাখী পোষাকে সজ্জিত হয়ে তারা দিনব্যাপী আনন্দে মেতে ওঠে। শিশুদের এমন আনন্দঘন অংশগ্রহণ ছিল তাদের জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা। অনেক শিশু জানান, এর আগে কখনও তারা এমন উৎসবে অংশ নিতে পারেনি। অনুষ্ঠান চলাকালীন শিশুদের জন্য দই, মিষ্টি এবং অন্যান্য খাবারের আয়োজন করা হয়, যা তাদের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক ও এসডিপি ফোকাল পার্সন কেএমজি রব্বানী বসুনিয়া, সমৃদ্ধি উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ কহিনুর ইসলাম, এবং ঘাসফুলের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। শিশু ও তাদের অভিভাবকরা ঘাসফুল কর্তৃপকে এই উদ্যোগের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। সকলের প্রত্যাশা, এই আয়োজন যেন শিশুদের জীবনে আনন্দ ও আশার নতুন বার্তা নিয়ে আসে।

সিইও আফতাবুর রহমান জাফরীর উপস্থিতিতে শিশুদের প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক আয়োজন

১৭ মে সন্ধ্যায় নওগাঁর নিয়ামতপুরে ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনে উপস্থিত হন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী। এই উপলক্ষে কেন্দ্রটিতে আয়োজিত হয় এক প্রাণবন্ত ও আনন্দঘন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনাথ শিশুদের নাচ, গান ও কবিতা আবৃত্তি পরিবেশনায় অনুষ্ঠানটি সেজে ওঠে। তাদের আবেগঘন পরিবেশনায় মুগ্ধ হন সিইও জনাব জাফরী। শিশুরা তাকে ঘিরে অত্যন্ত আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত ছিল, আর তাদের হাসিমুখ ও প্রাণবন্ত উপস্থিতি অনুষ্ঠানে উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানে সিইও জনাব জাফরী ১৫ জন অনাথ শিশুর হাতে পর্যাপ্ত আম এবং একটি করে নতুন স্কুলব্যাগ তুলে দেন। উপহার পেয়ে শিশুরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গল্প-আড্ডা ও খুনসুটিতে মেতে ওঠে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক জনাব সাইদুর রহমান খান, এরিয়া ম্যানেজার আনোয়ার হোসেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ কহিনুর ইসলামসহ ঘাসফুলের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। শিশুদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে ও তাদের প্রাণবন্ত পরিবেশনা দেখে সিইও জনাব জাফরী সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি ফস্টার কেয়ার সেন্টারের স্নেহময় পরিবেশ গড়ে তুলতে যারা নিরলসভাবে কাজ করছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারের শিশুদের মাঝে স্কুলড্রেস ও ঈদ উপহার বিতরণ

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরের উত্তরবাড়ি এলাকায় অবস্থিত ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারে গত ০৩ জুন শিশুদের মাঝে স্কুলড্রেস ও ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়। উপহার সামগ্রী বিতরণের এ আয়োজনে সৃষ্টি হয় এক আনন্দমুখর ও আবেগঘন মুহূর্ত। ১৫ জন শিশুকে (৪ জন ছেলে ও ১১ জন মেয়ে) নতুন স্কুল পোশাক প্রদান করা হয়। নতুন পোশাক হাতে পেয়ে শিশুরা হয়ে ওঠে উচ্ছ্বসিত ও আনন্দিত। এছাড়াও, আসন্ন ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে প্রতিটি শিশুকে ১ কেজি সেমাই, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি পোলাও চাল, ১ প্যাকেট নুডুলস এবং ১ কেজি মুরগির মাংস প্রদান করা হয়। সেই সঙ্গে প্রত্যেক শিশুকে ১০০ টাকা করে ঈদ সালামী দেওয়া হয়। উপহার পেয়ে শিশুরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। শুধু শিশুরাই নয়, উপস্থিত পালক অভিভাবকরাও এ আয়োজনে অত্যন্ত খুশি।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের ডেপুটি ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ কহিনুর ইসলাম, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল্লাহ আল মারুফ এবং নিয়ামতপুর ইউনিয়নে কর্মরত ঘাসফুল'র অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

উপস্থিত স্থানীয় এলাকাবাসী, অভিভাবক ও গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গরা অনুষ্ঠানকে অত্যন্ত

প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করে বলেন, বাবা-মা-হারা শিশুদের শিক্ষা, আনন্দ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ঘাসফুলের উদ্যোগ সমাজে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল সংবাদ

বর্ণিল আয়োজনে বর্ষবরণ

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষবরণ উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে "ষোলআনা বাঙালিআনা" বিষয়ক যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালি সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ–পাটসারি, নকশিকাঁথা, আলপনা, ঢাক-ঢোল আর রঙিন পোশাকে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল নজরকাড়া।

দিনটিকে আরও আনন্দময় করে তুলতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য আয়োজন করা হয় মিষ্টিমুখ অনুষ্ঠানের। শিক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণে স্কুল চত্বরে সৃষ্টি হয় এক প্রাণবন্ত পরিবেশ, যা নতুন বছরের আগমনী বার্তাকে আরও উৎসবমুখর করে তোলে। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানান, এই আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং আনন্দ ভাগাভাগির চেতনা জাগ্রত করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা শুরু

দীর্ঘ ছুটি শেষে শিক্ষার পরিবেশে ফিরেছে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল। গত ২৫ জুন থেকে শুরু হয়েছে অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা।

গ্রীষ্মকালীন অবকাশ ও ঈদ-উল-আযহার ছুটি শেষে আবারও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে উঠেছে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। পরীক্ষার প্রথম দিন থেকেই শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ ছিল প্রশংসনীয়।

অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার জানান, ছুটি শেষে শিক্ষার্থীরা নতুন উদ্যম ও আগ্রহ নিয়ে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করছে। পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিচালনায় শিক্ষকবৃন্দ আন্তরিক ভূমিকা রাখছেন। পাশাপাশি অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করছেন, যা তাদের মনোবলকে আরও শক্তিশালী করছে।

পরীক্ষার পাশাপাশি নিয়মিত পাঠদানও অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সমন্বিত অংশগ্রহণে বিদ্যালয়ে বিরাজ করছে এক ইতিবাচক ও প্রাণবন্ত পরিবেশ।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র সংবাদ

নিয়মিত ও সৃজনশীল কার্যক্রম

চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়ীতে অবস্থিত ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে গত এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত শিক্ষা ও সৃজনশীল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে। শিক্ষকবৃন্দের নিবিড় তত্ত্বাবধানে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী গান, নাচ, চিত্রাঙ্কন, সচেতনতামূলক কাস ও অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি সরকারি স্কুলে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য ফলোআপ কার্যক্রমও পরিচালিত হয়েছে, যাতে তাদের শিক্ষা অব্যাহত থাকে এবং মান উন্নত হয়। গত তিন মাসে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯২%।

এই কার্যক্রম শিশুদের স''জনশীলতা বিকাশ, শিক্ষার ধারাবাহিকতা এবং মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি সংবাদ

চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী এবং নওগাঁ'র নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা ইউনিয়নে স্বাস্থ্যক্যাম্প সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় ২৫ জুন ছিপাতলী ইউনিয়নের কাজিরখীল তালিমুল কোরান মহিলা মাদ্রাসা ও এতিমখানা প্রাঙ্গণ এবং ২৭ মে নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে মেডিসিন, হৃদরোগ, মা ও শিশুরোগ, ডায়াবেটিকস, দন্ত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসাসেবা প্রদানের মধ্যদিয়ে দিনব্যাপী স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছিপাতলী ইউনিয়নের ১৫২জন এবং নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা ইউনিয়নে ২১০জনসহ মোট ৩৬২জন রোগী বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে। এছাড়া ছিপাতলী ও ভাবিচা ইউনিয়নে গত তিনমাসে ৮০টি স্ট্যাটিক ও ১২টি স্যাটেলাইট কিনিকের মাধ্যমে ৯৬০জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ৯৮জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয় এবং ১৭১টি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। দু'টি ইউনিয়নে সম্পন্নকৃত স্বাস্থ্যক্যাম্প এ সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারীগণ, কর্মকর্তাগণসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিশেষ চক্ষুক্যাম্প ও বিনামূল্যে ছানি অপারেশন সম্পন্ন

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় দুটি দিনব্যাপী চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। গত ০৬ মে ছিপাতলী ইউনিয়নের গাউছিয়া মুঈনিয়া কামিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে চট্টগ্রাম লায়ন্স দাতব্য চক্ষু হাসপাতালের চিকিৎসক দল এবং ২২ জুন নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবৃন্দ চক্ষু রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। এতে ছিপাতলী ইউনিয়নের ১৩৬জন এবং নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা ইউনিয়নে ১৪৩জনসহ মোট ২৭৯জন রোগী চোখের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে। এদের মধ্যে ৩৩ জন রোগীকে ছানি অপারেশনের জন্য চিহ্নিত করা হয় এবং ২৪ জন রোগীর বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করা হয়।

হাটহাজারী ও নিয়ামতপুর উপজেলায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র উপজেলা দিবস উদ্‌যাপন ও উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত

গত ২৩ জুন ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'ও উদ্যোগে নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা ইউনিয়নের রাউতারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও ৩০ জুন হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়নের ছিপাতলী ঈদগাঁ স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী উপজেলা দিবস ও উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা ইউনিয়নের মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ মুর্শিদা খাতুন, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এস.এম কামরুজ্জামান, প্রেস কাব সভাপতি মোঃ শাজাহান সাজু, ক্রীড়াবিদ মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিয়া মোঃ মামানুর রশিদ। অপরদিকে হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত মেলায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ শাহ ই জাহান, হাটহাজারী প্রেস কাব সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া ও ক্রীড়া সংগঠক মোঃ আরিফ, সমাজসেবক চৌধুরী সাহাব উদ্দিন, ছিপাতলী ঈদগাঁ স্কুল এন্ড কলেজের সভাপতি ড. কাজী মোঃ রফিক উদ্দিন, ইউপি সদস্য জিয়া হায়দার।

উভয় ইউনিয়নে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় মোট ১৫টি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ইভেন্ট, যেখানে বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি ইভেন্টে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ৫ জন করে ১০জন শ্রেষ্ঠ প্রবীণ, ৫ জন করে ১০জন শ্রেষ্ঠ সন্তান, ১০ জন করে ২০জন অনুপ্রেরণাদায়ী যুবক-যুবতী এবং একজন করে ২জন মেন্টরসহ যুব উন্নয়ন, সাংবাদিকতা, ক্রীড়া, সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখা ৫ জন করে ১০জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলগুলোর মধ্য থেকে সেরা তিনটি করে ৬টি স্টলকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরো আয়োজন জুড়ে ছিল প্রাণবন্ত উপস্থিতি, উৎসবমুখরতা ও অংশগ্রহণকারীদের উদ্দীপনা।

হাটহাজারী ও নিয়ামতপুরে সমৃদ্ধি কর্মসূচির যুব প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় "সামাজিক স্বেচ্ছাসেবা, নেতৃত্ব ও সম্প্রীতি উন্নয়ন" শীর্ষক যুব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে চার ব্যাচে আয়োজিত দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় গত ২১, ২৫, ২৮ মে ও ৩ জুন ২০২৫ তারিখে। এতে ৭৬ জন যুব পুরুষ ও ২৮ জন যুব নারীসহ মোট ১০৪ জন যুব সদস্য অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও প্রবীণ ব্যক্তিত্ব চৌধুরী মোঃ সাহাবউদ্দিন। এসময় উপস্থিত ছিলেন দুইজন ইউপি পুরুষ সদস্য ও তিনজন মহিলা সদস্য।

বিভিন্ন বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহ-ই-জাহান, সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মির্জা শামীম উদ্দিন আহম্মদ, স্থানীয় মাদ্রাসা শিক্ষক ও জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মোঃ ইউছুফ আলী ও মাওলানা মোহাম্মদ মহসিন।

অন্যদিকে, নিয়ামতপুর উপজেলার ৩ নম্বর ভাবিচা ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয় চারদিনব্যাপী বিশেষ যুব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, যা অনুষ্ঠিত হয় ১৯, ২১, ২৬ ও ২৮ মে ২০২৫ তারিখে। এতে ৬০ জন যুবক ও ৪০ জন তরুণীসহ মোট ১০০ জন যুব সদস্য অংশ নেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী দিনে প্রধান অতিথি ছিলেন পিকেএসএফ-এর কনসার্ন পার্সন মোঃ আনোয়ারুল হক। সেশন পরিচালনা করেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এস.এম. কামরুজ্জামান এবং সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ক সেশন নেন স্থানীয় ইমাম মোঃ হারুনুর রশিদ। উভয় উপজেলার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা উদ্যোক্তা হওয়ার প্রাথমিক ধারণা, আয়বর্ধক পরিকল্পনা প্রণয়ন, সামাজিক সম্প্রীতি, নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়ে দিকনির্দেশনা পান। সমাপনী দিনে তারা সমাজসেবা, রক্তদান, বৃক্ষরোপণ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এ ধরনের প্রশিক্ষণ আগামী দিনের নেতৃত্ব বিকাশ, দক্ষতা বৃদ্ধি ও সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায়

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির এ উদ্যোগ গ্রামীণ তরুণদের আত্মনির্ভরশীলতা ও সামাজিক পরিবর্তনের পথে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা প্রান্তিক অঞ্চলের যুব সমাজকে উন্নয়ন ও নেতৃত্বের মূলধারায় যুক্ত করছে।

শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়নে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষকদের জন্য দুইদিনব্যাপী "মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৮ ও ৯ এপ্রিল ২০২৫ ইংরেজি তারিখে ছিপাতলী ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত শিক্ষিকাদের পাঠদানে দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার নিয়মাবলী, পঠন ও পঠন দক্ষতা উন্নয়ন, সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, ফলপ্রসূ পাঠদান পদ্ধতি, ঝরে পড়া রোধে করণীয়, সম্পূরক পুস্তিকার ব্যবহার, সৃজনশীলতা বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা এবং পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষায় শিক্ষকের দায়িত্বসহ নানা বিষয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণে সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ১৮ জন শিক্ষক এবং ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের ১ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন হাটহাজারী উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা তাসমীন আখতার কাকলী ও বিটন চন্দ্র দেব। প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ আরিফ এবং সহকারী উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকরা কার্যকর পাঠদান কৌশল, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশ এবং শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা লাভ করেন। ঘাসফুলের এমন উদ্যোগ স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা উন্নয়ন ও মানসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তারে এক অনুকরণীয় ভূমিকা রাখছে।

স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে গত ২২ জুন ২০২৫ তারিখে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে দিনব্যাপী "স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ" অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণে মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্য কার্যক্রমে নিয়োজিত ৯ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অনিক বড়ুয়া এবং উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ।

প্রশিক্ষণে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল– সমৃদ্ধি কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের কাঠামো, স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, দৈনিক তথ্য সংগ্রহ ফরমেট ও মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, স্বাস্থ্য উপকরণের সঠিক ব্যবহার, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের নিয়মাবলী, গর্ভবতী, প্রসূতি ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা, বিপদ চিহ্ন শনাক্তকরণ, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, রেফারেল সার্ভিস এবং সরকারি স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সমন্বয়সাধন।

এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিদর্শকরা মাঠপর্যায়ে কার্যকরভাবে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদানে ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন। ঘাসফুলের এমন উদ্যোগ স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। গত ১৯ জুন ২০২৫ তারিখে ছিপাতলী ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য লিমা বেগম ও হালিমা আকতার। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক গাজী নুরুল ইসলাম, মাস্টার জহুর আহম্মদ, চৌধুরী সাহাব উদ্দিন প্রমুখ।

৪১টি ইভেন্টে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৫৩৬ জন প্রতিযোগী, যার মধ্যে ছিলেন সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিশু শিক্ষার্থী, স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, ইউনিয়নের কিশোর-কিশোরী, যুব নারী-পুরুষ ও প্রবীণরা। বিভিন্ন ইভেন্টে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী ১৪১ জন বিজয়ীর মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অতিথিগণ তাঁদের বক্তব্যে ঘাসফুল ও পিকেএসএফ-এর প্রশংসা করে বলেন, এ ধরনের আয়োজন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করছে এবং শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুব ও প্রবীণদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাঁরা সমৃদ্ধি কর্মসূচির এই সফল আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

নিয়ামতপুরে সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে পহেলা বৈশাখ উদযাপন

নওগাঁর নিয়ামতপুরে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিশুদের অংশগ্রহণে পহেলা বৈশাখ ১৪৩২ উদযাপিত হয়েছে। গত ১৪ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ১৮টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের প্রায় ৫৪০ জন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অংশ নেন।

উপজেলা পরিষদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য র‍্যালির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রেজাউল করিম।

দিনব্যাপী আয়োজনের মধ্যে ছিল আনন্দ র‍্যালি, নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিশু শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে, একই সাথে শিক ও অভিভাবকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসবকে সমর্থন করেন। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনকে বরণ করা এবং নববর্ষকে আনন্দমুখরভাবে স্বাগত জানান।

পহেলা বৈশাখ উদযাপনের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নিয়ামতপুর সমৃদ্ধি উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ কহিনুর ইসলাম, সহকারী উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী আব্দুল্লাহ আল মারুফ ও সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোঃ ইমরান হোসেন।

আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের ডেপুটি ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন, ইসিসিসিপি প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ আব্দুল্লাহ, শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ শহিদুল ইসলামসহ নিয়ামতপুর শাখার সকল কর্মকর্তাবৃন্দ।

এই আয়োজনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন ও ঘাসফুল যৌথভাবে নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে জনগণের মাঝে আনন্দ, ঐক্য এবং সংস্কৃতির বর্ণিল বার্তা পৌঁছে দেয়। অনুষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক সম্প্রীতি ও উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

নিয়ামতপুরে ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন পিকেএসএফ প্রতিনিধি

নিয়ামতপুরে ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন পিকেএসএফ প্রতিনিধি পিকেএসএফ-এর কনসার্ন পার্সন মোঃ আনোয়ারুল হক গত ২৮ মে ২০২৫ নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা ইউনিয়নে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি স্বাস্থ্য সহায়তা কার্যক্রম, শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র, যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, কিশোর ও কিশোরী কমিটির সভা এবং প্রবীণ কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এছাড়া স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও শিক্ষকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ঘুরে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, "ঘাসফুলের সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রতিটি কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালিত হচ্ছে, যা সত্যিই প্রশংসনীয়।"

ঘাসফুল ওয়াশ প্রকল্প সংবাদ

চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলায়

বিডি রুরাল ওয়াশ ফর এইচসিডি প্রকল্পের ইউসিসি সভা অনুষ্ঠিত

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন " BD Rural Wash for Human Capital Development (HCD) Project"-এর উপজেলা সমন্বয় কমিটির (ইউসিসি) সভা চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৬ এপ্রিল হাটহাজারী উপজেলা মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় ১১টি সহযোগী সংস্থার ২৩ জন শাখা ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর মোঃ আবুল হোসেন ভূঁইয়া, ঘাসফুল-এর সহকারী পরিচালক শামসুল হক এবং এরিয়া ম্যানেজার নাজিম উদ্দিন। এছাড়া ১৬ এপ্রিল গোমস্তাপুর উপজেলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ আবদুল মতীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পিকেএসএফ-এর প্রোগ্রাম সাপোর্ট কনসালট্যান্ট আসাদুর রহমান। এছাড়া ঘাসফুল-এর সহকারী পরিচালক ও ফোকাল পারসন মোঃ নাছির উদ্দিন, প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি'র পরিচালক পংকজ কুমারসহ ৮টি সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ঘাসফুল রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফর্মেশন প্রজেক্ট (RMTP) সংবাদ

আরএমটিপি (পোল্ট্রি) ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনে ঘাসফুলের সিইও

১৫ মে ২০২৫ সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী আরএমটিপি (পোল্ট্রি) ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি উপকারভোগী সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাদের খামার পরিচালনা ও উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, স্থানীয় তথা জাতীয় বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান তৈরি করতে উৎপাদিত পণ্যকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন, ব্র্যান্ডিং এবং আকর্ষণীয় প্যাকেজিং-এর মাধ্যমে বাজারজাত করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, দেশীয় মুরগির প্যারেন্টস্টক জাত সংরক্ষণ এবং মিনি হ্যাচিং মেশিন ব্যবহার করে বাচ্চা উৎপাদন ও স্থানীয় বাজারে বিক্রয় উদ্যোগ উদ্যোক্তাদের স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে নেবে। খামারে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও মেকানাইজেশনের মাধ্যমে সোনালি মুরগি পালন সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি, এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার হ্রাস এবং প্রত্যাহারকাল (withdrawal period) যথাযথভাবে মেনে চলার পরামর্শ দেন, যাতে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পোল্ট্রি পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক (এসডিপি)-কে এম জি রব্বানী বসুনিয়া, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক (এমএফ এন্ড এফআই) সাইদুর রহমান খান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ আমির হামজাসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

এই পরিদর্শন খামারিদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে এবং প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা

পিকেএসএফ, ইফাদ এবং ড্যানিডা এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত "নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের আওতায় গত তিনমাসে নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলার মধ্যে পণ্য ও সার্ভিসের সরবরাহ চেইন উন্নয়ন এবং বাজার ব্যবস্থাকে গতিশীল করতে এক্টরদের মাঝে সমন্বয় ও সমঝোতা সাধনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার (খামারী,এলএসপি, ফিড ও বাচ্চার ডিলার, ভ্যাকসিন ও ওষুধ ব্যাবসায়ী, হ্যাচারি মালিক, ফিডের কাঁচামাল সরবরাহকারী) এর সাথে মোট ১৫ টি ইস্যুভিত্তিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ১২০জন পুরুষ ও ১৮০জন নারীসহ মোট ৩০০জন অংশগ্রহণ করেন। সভায় সমসাময়িক বিষয় বিশেষ করে বাচ্চার দামের উঠানামা, ফিডের বিকল্প কাঁচামালের ব্যবহার, খামার যান্ত্রিকীকরণ, উৎপাদিত প্রাণিসম্পদ পণ্য বিক্রয়সহ বিভিন্ন মার্কেট লিংকেজের ইস্যু নিয়ে আলোচনা ও সমস্যা সমাধানে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

টিকাদান ও কৃমি মুক্তকরণ ক্যাম্পেইন সম্পন্ন

আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে গত তিন মাস নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলার নওগাঁ সদরে ৪০টি, মান্দা উপজেলায় ২৩টি, বদল গাছিতে ৩০টি, মহাদেবপুর ২০টি এবং পত্নীতলায় ২৭টি মোট ১৪০ টি টিকাদান ও কৃমি মুক্তকরণ ক্যাম্পেইন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ক্যাম্পেইনে প্রায় ১,০৯,৫২০টি হাঁস-মুরগীকে টিকা প্রদান করা হয়।

হাঁস ও মুরগী পালনকারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

গত তিনমাসে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্পের উদ্যোগে হাঁস ও মুরগীর পালনকারীদের নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলায় নওগাঁ সদরে ৪৬টি, মান্দা উপজেলায় ১২টি, বদল গাছিতে ২২টি, মহাদেবপুরে ৫টি ও পত্নীতলায় ১৮টি মোট ১০৩টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ২৫৫০ জন নারী ও ২৫ জন পুরুষসহ মোট ২৫২৫জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন এলডিডিপি প্রকল্পের সম্প্রসারণ কর্মকর্তাসহ, ডিভিএম এবং লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) গণ।

ডিএলএস, পোল্ট্রি এসোসিয়েশন ও সংশ্লিষ্ট এক্টরদের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা সম্পন্ন

গত ২৫জুন "নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের আওতায় আরএমটিপি প্রকল্পের ডিএলএস, পোল্ট্রি এসোসিয়েশন ও সংশ্লিষ্ট এক্টরদের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা নওগাঁ জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মাহফুজার রহমান, নওগাঁ সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডাঃ মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক (এসডিপি)-কে এম জি রব্বানী বসুনিয়া, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক (এমএফ এন্ড এফআই) সাইদুর রহমান খান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ আমির হামজা, পোল্ট্রি এসোসিয়েশন সদস্য, মার্কেট এক্টরসহ প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় সকলের প্রতি ব্যবসায়িদের জন্য ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করার আহ্বান জানানো হয় এবং পোল্ট্রি শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করা হয়।

হাইজেনিক ও হালাল পোল্ট্রি চেইন শপ উন্নয়ন

ঘাসফুল আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় বদলগাছি ইউনিয়নে ০১ টি হাইজেনিক ও হালাল পোল্ট্রি চেইন শপ উন্নয়ন উন্নয়ন করা হয়েছে। হাইজেনিক ও হালাল পোল্ট্রি চেইন শপ মালিকের সাথে কন্টাক্ট গ্রোয়ার ফার্মারের একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে যাতে কন্টাক্ট গ্রোয়ার ফার্মারের উৎপাদিত নিরাপদ পোল্ট্রি এইসব চেইন শপে বিক্রি করা হয়। চুক্তিতে খামারে অযথা এন্টিবায়োটিকের প্রয়োগে নিষেধাজ্ঞা, গ্রোথ প্রোমোটারের ব্যবহার রোধ করা ছাড়াও জিগ্যাব অনুশীলনের মাধ্যমে খামার পরিচালনার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এছাড়াও পোল্ট্রি চেইন শপ থেকে খুব সহজেই এলাকার সকল শ্রেণী পেশার মানুষ তাদের চাহিদা মোতাবেক (২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি) রেডি টু কুক পোল্ট্রি পণ্য ক্রয় করতে পারবেন। যা বিক্রেতার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে কন্ট্রাক্ট খামারীদের ন্যায্য মূল্যে মুরগী বিক্রয়ের নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

এগ শপ উন্নয়ন

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি পরিবারেই ছোট পরিসরে হাঁস-মুরগি পালন করা হয়। এসব খামার থেকে উৎপাদিত ডিম সাধারণত স্থানীয় বাজারে, প্রতিবেশী পরিবারে বা নিকট আত্মীয়দের নিকট বিক্রি করা হয়। দেশে প্রতিদিন প্রায় ৪.৫ কোটি ডিমের চাহিদা রয়েছে, যার মধ্যে বড় কোম্পানিগুলো সরবরাহ করে প্রায় ২.৫ কোটি ডিম। বাকি অংশ আসে ুদ্র ও মাঝারি খামারিদের কাছ থেকে।

খামারিদের উৎপাদিত ডিমের বিপণন সহজতর ও ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টির লয়ে আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় গত তিন মাসে বদলগাছি উপজেলায় একটি এগ শপ উন্নয়ন করা হয়েছে। এগ শপের মালিকদের সঙ্গে স্থানীয় ডিম উৎপাদনকারী খামারিদের মৌখিক ও ত্রেবিশেষে লিখিত চুক্তি সম্পাদনে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। ফলে খামারিরা এখন তাদের উৎপাদিত ডিম নিকটস্থ দোকানে ন্যায্য দামে বিক্রি করতে পারছেন।

এই উদ্যোগের ফলে স্থানীয় খামারিরা ডিম বিক্রিতে লাভবান হচ্ছেন এবং এখন শুধু মাংস উৎপাদনের জন্য নয়, ডিম উৎপাদনের উদ্দেশ্যেও মুরগি পালনে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

পারিবারিক পর্যায়ে মিনি হ্যাচিং মেশিন ক্রয়ে ভর্তুকি/অনুদান প্রদান

ঘাসফুল বাস্তবায়িত আরএমটিপি প্রকল্পের উদ্যোগে গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার তিনটি উপজেলায় মোট ১১ জন উপকারভোগীর মাঝে পারিবারিক পর্যায়ে মিনি হ্যাচিং মেশিন ক্রয়ের জন্য ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে– নওগাঁ সদর উপজেলায়: ৩ জন, মান্দা উপজেলায়: ৫ জন, মহাদেবপুর উপজেলায়: ৩ জন। এই মিনি হ্যাচিং মেশিনের মাধ্যমে খামারিরা নিজেদের খামারে উৎপাদিত দেশি মুরগি ও হাঁসের ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা উৎপাদন করছেন। স্থানীয় পর্যায়ে এসব বাচ্চা বিক্রির মাধ্যমে তারা নিয়মিত আয় করছেন এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন।

এই উদ্যোগ গ্রামীণ খামারিদের স্বনির্ভরতা বাড়ানোর পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে ডিম ও পোলট্রি উৎপাদনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

সোনালী মুরগীর 'এ-গ্রেড'-এর বাচ্চা ক্রয়ে ভর্তুকি/অনুদান প্রদান

বাংলাদেশে স্বাদ ও গুণগত মানের দিক থেকে দেশি মুরগির ডিম ও মাংসের চাহিদা সর্বাধিক। এই চাহিদা পূরণের লেয় বাংলাদেশ সরকার গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীার মাধ্যমে সোনালী মুরগি নামে একটি নতুন জাত উদ্ভাবন করে, যা দেশি মুরগির স্বাদ ও বৈশিষ্ট্যের সাথে প্রায় মিল রয়েছে। সোনালী মুরগি একটি স্বতন্ত্র জাত হলেও বাজারে এর কয়েকটি ভ্যারিয়েশন দেখা যায়। এ জাতের মুরগি ৪৫ থেকে ৫০ দিনের মধ্যে গড়ে ৭০০ থেকে ৮৫০ গ্রাম ওজন অর্জন করে। দেশি মুরগির মতোই এর রোগ প্রতিরোধ মতা বেশ শক্তিশালী, ফলে খামারিদের মধ্যে এ জাতের মুরগি পালনের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খামারিদের উৎসাহ ও সহায়তা প্রদানের লেয় আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার চারটি উপজেলায় সোনালী মুরগির 'এ-গ্রেড' বাচ্চা ক্রয়ের জন্য ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এর আওতায়– নওগাঁ সদর: ১ জন, বদলগাছি: ৮ জন, নজিপুর: ৯ জন, মান্দা: ৩ জন মোট ২৩ জন খামারি জনপ্রতি ২,৫০০ টাকা করে, সর্বমোট ৫৭,৫০০ টাকা (সাতান্ন হাজার পাঁচ শত টাকা) ভর্তুকি/অনুদান পেয়েছেন।

এই সহায়তা খামারিদের আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে সোনালী মুরগি পালনের সম্ভাবনাকে আরও প্রসারিত করবে।

এক দিন বয়সী ক্যাম্বেল হাঁস '-এর বাচ্চা ক্রয়ে ভর্তুকি/অনুদান

নওগাঁ অঞ্চলের উন্মুক্ত জলাশয় ও পর্যাপ্ত বিল থাকার কারণে এখানকার খামারিরা দিন দিন হাঁস পালনে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। বিশেষ করে ক্যাম্বেল জাতের হাঁসের জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছে–রোগবালাই কম এবং মাত্র ৪-৫ মাসের মধ্যেই ডিম দেওয়া শুরু করে। তাছাড়া ফি"-রেঞ্জিং পদ্ধতিতে পালন করলে খাদ্য ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে কম হয়, যা খামারিদের জন্য অত্যন্ত লাভজনক। খামারিদের আরও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আরএমটিপি প্রকল্পের উদ্যোগে এক দিন বয়সী ক্যাম্বেল হাঁসের বাচ্চা ক্রয়ের জন্য ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়েছে। নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলায় মোট ৭০ জন খামারি এই সহায়তা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে– নওগাঁ সদর: ১৪ জন, বদলগাছি: ১৫ জন, নজিপুর: ৫ জন, মান্দা: ২০ জন, মহাদেবপুর: ৩০ জন। প্রতিজন খামারিকে ২,৫০০ টাকা করে, সর্বমোট ১,৭৫০০০ টাকা (এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা) ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

এই উদ্যোগের ফলে স্থানীয় খামারিরা আরও উৎসাহিত হচ্ছেন এবং নওগাঁ জেলায় হাঁস পালনের সম্ভাবনা নতুন মাত্রা পাচ্ছে।

ভ্যাকসিন কিনিক/হাব উন্নয়ন

আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে গত তিন মাসে মান্দা উপজেলায় ১টি ভ্যাকসিন কিনিক/হাব উন্নয়ন করা হয়। এই ভ্যাকসিন কিনিক/হাব উন্নয়নের জন্য ৬৭৭৭/- (ছয় হাজার সাতশত সাত্তার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

খামারের ভৌত কাঠামো উন্নয়ন

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে পোল্ট্রি খামার স্থাপন ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। দেশের তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় পোল্ট্রি পালনের উপযোগী ও আরামদায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পোল্ট্রি শেড স্থাপনের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। পিকেএসএফ, ইফাদ এবং ড্যানিডা-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঘাসফুলের আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় গত তিন মাসে বদলগাছি ইউনিয়নের ১১টি খামারকে আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ১,১০,০০০ টাকা (এক লক্ষ দশ হাজার টাকা) অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

এই উদ্যোগের আওতায় খামারগুলোতে পানির সরবরাহের জন্য অটোমেটিক ড্রিংকার, অতিরিক্ত তাপমাত্রা থেকে রার জন্য ছাদে স্প্রিংকলার সিস্টেম, এবং খামারের আর্দ্রতা, অ্যামোনিয়া গ্যাস, ভিতর ও বাহিরের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য সেন্সর-ভিত্তিক অটোমেটেড ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া, অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা পরিস্থিতিতে অটোমেটিকভাবে ফ্যান ও লাইট চালু বা বন্ধ হওয়া এবং পুরো সিস্টেমটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ যুক্ত করা হয়েছে। এই আধুনিকীকরণের ফলে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণ এবং খামার পরিচালনায় দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

Extended Community Climate Change Project (ECCCP) সংবাদ

নওগাঁর নিয়ামতপুরে ঘাসফুলের পুকুর পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন খরা মোকাবিলায় টেকসই উদ্যোগে নতুন আশার আলো

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার হাজীনগর ইউনিয়নের "সাবঐল নকশা পুকুর"- এ ১৫ এপ্রিল ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন Extended Community Climate Change Drought Project (ECCCP-Drought) প্রকল্পের আওতায় পুকুর পুনঃখনন কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

খরাপ্রবণ এ অঞ্চলে টেকসই পানি সংরণ ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় এই কার্যক্রমকে এক গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ভূমি অফিসের সহকারী কর্মকর্তা কৌশিক আহমেদ, হাজীনগর ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি মোহাম্মদ সাজ্জাদ, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে. এম. জি. রব্বানী বসুনিয়া, প্রকল্প কো-অর্ডিনেটর মোঃ আবদুল্লাহ, এবং সহকারী ব্যবস্থাপক (অডিট ও মনিটরিং) মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশ নেন CCAG দলের সদস্যবৃন্দ ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান, পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় সেচের সুবিধা নিশ্চিত হবে এবং খরার সময় পানির সংকট মোকাবিলায় এটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এ ধরনের উদ্যোগ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকা স্থিতিশীল করতে, পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থার প্রসারে এবং জলবায়ু সহনশীলতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে তারা মত প্রকাশ করে।

নওগাঁয় ঘাসফুলের উদ্যোগে পুনর্জীবন পেল একটি খাল ও তিনটি পুকুর

খরা মোকাবিলায় টেকসই পানির উৎস পুনরুদ্ধারে নতুন দিগন্ত

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার খরাপ্রবণ বরেন্দ্র জনপদে টেকসই পানির উৎস পুনরুদ্ধারে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ECCCP-Drought প্রকল্প এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে।

গত ১৭ মে রুদ্রপুর, রাউতাড়া, উত্তরবাড়ী ও ভাবিচা এলাকায় পুনঃখনন সম্পন্ন হওয়া তিনটি পুকুর ও একটি খালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আফতাবুর রহমান জাফরী।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং গ্রিন কাইমেট ফান্ড (GCF) এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো–খরা সহনশীল কৃষি চর্চা গড়ে তোলা, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পুনরুজ্জীবন করা, এবং স্থানীয় পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরণ।

বর্তমানে ঘাসফুল নিয়ামতপুর উপজেলার হাজীনগর, ভাবিচা ও চন্দননগর ইউনিয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে–যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হচ্ছে।

উদ্বোধন উপলক্ষে সিইও জনাব জাফরী খাল ও পুকুরগুলোর কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং সম্পন্নকৃত কার্যক্রমের মান ও অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি রাউতাড়া পুকুর পরিদর্শনকালে সিঁড়ি নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ ও সৌন্দর্যবর্ধনের নির্দেশনা দেন। উত্তরবাড়ী জামে মসজিদের পুকুরে মাটি অপসারণ, গাছ লাগানো ও সিঁড়ি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও পরামর্শ দেন। প্রতিটি স্থানে তিনি স্থানীয় জনগণ ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে মতবিনিময় করেন।

পরিদর্শন শেষে সিইও জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, "এই প্রকল্প কেবল পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রয়াস নয়–এটি প্রকৃতি ও মানুষের জীবন রায় একটি সম্মিলিত উদ্যোগ। ঘাসফুলের লক্ষ্য হলো দেশের অন্যান্য খরাপ্রবণ অঞ্চলেও এই মডেলটি সম্প্রসারণ করা।"

পুনঃখনন কার্যক্রম স্থানীয় কৃষকদের মাঝে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। তাদের মতে, খাল ও পুকুরের জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেচ সুবিধা সহজ হবে, খরার সময় পানির সংকট কমে যাবে এবং অধিক জমি আবাদযোগ্য হবে। ফলে কৃষি উৎপাদনে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

পরিদর্শনে সিইও'র সঙ্গে ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক সাইদুর রহমান খান, এরিয়া ম্যানেজার আনোয়ার হোসেন, প্রকল্প কো-অর্ডিনেটর মো. আবদুল্লাহ, প্রকৌশলী মানিক খাঁ, এমআইএস কর্মকর্তা রাইসুল ইসলাম, শাখা ব্যবস্থাপক মো. শহিদুল ইসলাম, সিএমও জাহাঙ্গীর আলম, শফিকুল্লাহ, সিসিএজি গ্রুপের সভাপতি মশিউর রহমান, সম্পাদক মেজবাউল হক এবং মেসার্স ইউনাইটেড ব্রাদার্সের প্রতিনিধি মো. আলিফসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

বরেন্দ্র জনপদের খরা এখন আর শুধু মৌসুমি সমস্যা নয়; এটি জলবায়ু পরিবর্তনের একটি স্থায়ী বাস্তবতা। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমশ নিচে নামছে, কৃষিকাজ ব্যাহত হচ্ছে, এবং জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে। এমন পরিস্থিতিতে ঘাসফুলের খাল ও পুকুর পুনঃখনন কার্যক্রম স্থানীয়দের কাছে সময়োপযোগী ও কার্যকর উদ্যোগ

হিসেবে দেখাচ্ছে। প্রকল্পটি প্রকৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করছে এবং মানুষের জীবিকায় নিরাপত্তা আনছে–প্রমাণ করছে যে পরিকল্পিত প্রয়াস থাকলে প্রকৃতির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা এবং জীবনমান উন্নয়ন দুটোই সম্ভব।

Community-based Adaptation for Resilient Empowerment of Adivasi in the Barind Region of Naogaon (CARE) প্রকল্প সংবাদ

বদলগাছিতে জলবায়ু অভিযোজন নিয়ে ঘাসফুলের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নওগাঁর বদলগাছিতে ২৮ মে ২০২৫ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু অভিযোজন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এই জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবন ও জীবিকার পথ খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই কর্মশালাটি ইউএনডিপি'র অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Community-based Adaptation for Resilient Empowerment of Adivasi in the Barind Region of Naogaon (CARE) প্রকল্পের উদ্যোগে " Reducing Climate Vulnerability " শীর্ষক কর্মশালা হিসেবে ঘাসফুল গোবরচাঁপা শাখা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

এ কর্মশালার মূল লক্ষ্য ছিল বদলগাছী উপজেলার খরা প্রবণ অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের জন্য কার্যকর জলবায়ু অভিযোজন কৌশল নির্ধারণ এবং টেকসই জীবনযাপন নিশ্চিত করা।

ঘাসফুল সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির সহকারী পরিচালক জনাব কে. এম. জি. রব্বানী বসুনীয়া'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বদলগাছি উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সজল সরকার। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক নিশাত তাসনিম ও প্রোগ্রাম অর্গানাইজার মোঃ সাইদুর রহমান। কর্মশালায় মথুরাপুর ও বদলগাছি ইউনিয়নের ৩৫ জন আদিবাসী নারী-পুরুষ, স্থানীয় প্রতিনিধি এবং সামাজিক নেতারা অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপক নিশাত তাসনিম কর্মশালার উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করেন। আলোচনায় আদিবাসী সদস্যরা জানান, গত কয়েক দশক ধরে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খাদ্য ও পানি সংকট, কৃষি বিপর্যয় ও জীবিকার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন।

উপস্থিত কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জনাব সজল সরকার খরা সহনশীল ফসলের জাত, ফসলের ক্রম ও বিন্যাস, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের বিস্তারিত ধারণা প্রদান করেন, যা এই অঞ্চলের কৃষকদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে।

স্থানীয় প্রতিনিধিরা CARE প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, "এমন উদ্যোগ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনছে, যা শুধু তাদের জন্য নয়, পুরো এলাকার জন্য ইতিবাচক বার্তা বহন করছে।"

জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাম ও সদস্য নির্বাচন জরিপ সম্পন্ন

নওগাঁ জেলার বদলগাছী সদর ও মথুরাপুর ইউনিয়নে এপ্রিল ২০২৫ সময়কালে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাম ও সদস্য নির্বাচনের জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। জরিপটি ইউএনডিপি ও গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি-স্মল গ্রান্ট প্রোগ্রামের অর্থায়নে এবং ঘাসফুলের তত্ত্বাবধানে CARE প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত হয়।

প্রকল্প ব্যবস্থাপক নিশাত তাসনিম ও প্রোগ্রাম অর্গানাইজার সাইদুর রহমান নেতৃত্বে, দুইটি ইউনিয়নের ২৫টি আদিবাসী গ্রামে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের (FGD) মাধ্যমে জরিপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রাথমিকভাবে ১৭টি জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাম এবং ৪০০টি ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার চিহ্নিত করা হয়েছে।

জরিপে গ্রাম ও সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক অবস্থা, কৃষিতাত্ত্বিক বিন্যাস, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জলবায়ু বিষয়ক জ্ঞান ও অভিযোজন কৌশলকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্য হলো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবন ও জীবিকার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

Climate Adaptation Community Group সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন CARE প্রকল্পের আওতায় গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার বদলগাছী সদর ও মথুরাপুর ইউনিয়নের মোট ১৭টি কমিউনিটি গ্রুপের মধ্যে ১৭টি Climate Adaptation Community Group সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাগুলো পরিচালনা করেন প্রকল্পের প্রোগ্রাম অর্গানাইজার মোঃ সাইদুর রহমান।

প্রতিটি কমিউনিটি গ্রুপে একজন করে নেতা নির্বাচিত করা হয়েছে, যিনি গ্রুপের সদস্যদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন। সভাগুলোতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন সংশ্লিষ্ট নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়। আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল–খরা সহনশীল কৃষি কৌশল, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গবাদিপশু পালন, খরা সহনশীল ও আধুনিক পদ্ধতিতে আবাদী জমিতে উদ্যান ফসল (সবজি) চাষ, ধান চাষে AWD technology এর ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন ও অভিযোজন কৌশল, বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ, এবং Vermi Compost Production Plant স্থাপন।

সভাগুলোর মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সদস্যরা আশা প্রকাশ করেছেন যে, সমবেত প্রচেষ্টা ও কৌশলগত পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা খরার প্রভাব মোকাবেলা করে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবেন।

SMART প্রকল্পের সংবাদ

সাপাহারে ঘাসফুলের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ধরিত্রী দিবস উদযাপন: "আমাদের শক্তি, আমাদের পৃথিবী"

নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলায় ঘাসফুলের উদ্যোগে ২২ এপ্রিল ২০২৫ উদযাপিত হলো ৫৫তম আন্তর্জাতিক ধরিত্রী দিবস। "আমাদের শক্তি, আমাদের পৃথিবী" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জলবায়ু সচেতনতা বাড়াতে উপজেলা প্রশাসন ও ঘাসফুলের SMART প্রকল্পের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা।

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত SMART প্রকল্পের উদ্যোগে সকাল ১০টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ সেলিম আহমেদের নেতৃত্বে র‍্যালিটি সাপাহার সদরের প্রধান সড়ক প্রদণি শেষে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে উপজেলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক ও প্রকল্পের ফোকাল কে.এম.জি. রব্বানী বসুনিয়া'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপাহার উপজেলার ইউএনও মোঃ সেলিম আহমেদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপাহার সরকারি কলেজের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ এর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শরীফ আহম্মেদ। সঞ্চালনায় ছিলেন প্রকল্প সমন্বয়কারী কুদরাত-ই-খোদা মোহাম্মদ নাসের।

সভায় বক্তারা পরিবেশ রায় নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও পরিবেশবান্ধব জীবনধারা প্রসারে সকলের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইউএনও মোঃ সেলিম আহমেদ বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সৌরশক্তি, জৈব সার ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার অপরিহার্য। ঘাসফুল SMART প্রকল্প ইতোমধ্যে সাপাহারসহ নিয়ামতপুর, পোরশা ও পত্নীতলায় স্থানীয় টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।"

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপাহার সরকারি কলেজের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ এর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শরীফ আহম্মেদ বলেন, "এই পৃথিবী আমাদের–তাই রাও আমাদের দায়িত্ব। পরিবেশ সংরণে প্রতিটি নাগরিকের সক্রিয় ভূমিকা এখন সময়ের দাবি।"

ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক ও প্রকল্পের ফোকাল কে.এম.জি. রব্বানী বসুনিয়া তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেন, "জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার তিনগুণ করার বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ অপরিহার্য।"

প্রকল্প সমন্বয়কারী কুদরাত-ই-খোদা মোহাম্মদ নাসের বলেন, "ধরিত্রী দিবস কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিবেশবান্ধব অভ্যাস গঠনের অনুপ্রেরণা।" অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের কর্মকর্তাবৃন্দ, পরিবেশ কাবের সদস্য ও স্থানীয় মাইক্রো উদ্যোক্তারা।

দিবসটির বার্তা ছিল একটাই– "একটি বৃক্ষ, একটি প্রাণ, প্রতিটি প্রচেষ্টাই ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।"

পরিবেশ সচেতনতায় যুবসমাজকে সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় এবং ঘাসফুলের SMART প্রকল্পের আওতায় ২৬ মে ২০২৫ তারিখে সাপাহার উপজেলার সাপাহার পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে "পরিবেশ সচেতনতায় যুবসমাজকে সম্পৃক্তকরণ কর্মশালা" বিষয়ক এক কর্মশালা।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার আয়োজনে ছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, কুইজ প্রতিযোগিতা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং ১০০টিরও বেশি খরা-সহিষ্ণু নিম গাছের চারা বিতরণ।

কর্মশালায় বক্তারা বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় সম্পৃক্ততা ছাড়া টেকসই পরিবেশ রা সম্ভব নয়। যুব সমাজের উদ্ভাবনী শক্তি ও সচেতনতা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

এই কর্মশালার মাধ্যমে তরুণরা নবায়নযোগ্য শক্তি, বৃরোপণ ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগে আরও দায়িত্বশীল ও উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে। স্কুলের ছাত্রছাত্রী, স্থানীয় যুবসমাজ, ফলচাষিসহ প্রকল্প কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব মরুকরণ ও খরা দিবস উদযাপন'২৫

টেকসই কৃষি অনুশীলনের আহ্বান

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ও ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন SMART প্রকল্পের আওতায় সাপাহার মডেল পরিবেশ কাব এর উদ্যোগে গত ১৭ জুন বিশ্ব মরুকরণ ও খরা দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন করা হয়। "জমির পুনরুদ্ধার করুন, সুযোগের দ্বার খুলুন" এ প্রতিপাদ্যে নিয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

র‍্যালিটি সাপাহার সদরের প্রধান সড়ক প্রদণি শেষে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে উপজেলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

আলোচনা সভায় আলোচকরা খরা-সহিষ্ণু কৃষি পদ্ধতি, সোলার সেচ, জৈবসার উৎপাদন ও ভূমি পুনরুদ্ধারের কৌশল তুলে ধরেন। তারা বলেন, টেকসই কৃষি অনুশীলনই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার কার্যকর পথ।

অনুষ্ঠানে "SMART" প্রকল্পের ড্রিপ ইরিগেশন ও জৈবসার উৎপাদনের সাফল্য উপস্থাপন করা হয়। ফলচাষি মোছা. ফারিজা আক্তার জানান, "মালচিং পদ্ধতি শিখে এখন জলের অপচয় রোধ করছি। পরিবেশ কাবের পরামর্শে জৈবসার ব্যবহার করে আমার ফলবাগানের উৎপাদন বেড়েছে।"

আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্যোগ স্থানীয় কৃষকদের টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি চর্চায় অনুপ্রাণিত করবে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় কৃষক, ফলচাষি, যুবসমাজ ও পরিবেশপ্রেমীরা অংশ নেন।

জলবায়ু বিপদাপন্নতা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধী SMART প্রকল্পের আওতায় গত তিন মাসে সাপাহার ও নিয়ামতপুর শাখায় "জলবায়ু বিপদাপন্নতা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক মোট ৬টি প্রশিক্ষণ সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, RECP পদ্ধতির প্রয়োগ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি এবং জলবায়ু সহনশীল কৃষি চর্চা বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। উপজেলা কৃষি অফিসার, কলেজ প্রভাষক ও কৃষি প্রকৌশলীরা প্রশিক হিসেবে অংশ নেন। এতে ১০৪ জন পুরুষ ও ৪৬ জন নারীসহ মোট ১৫০ জন কৃষক-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণকারীরা জানান, প্রশিক্ষণগুলো আধুনিক ও টেকসই কৃষি চর্চায় তাদের সমতা বৃদ্ধি করেছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা মো. ইমরান হোসেন বলেন, "RECP পদ্ধতি ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি শিখে তা মাঠে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" লায়লা বেগম বলেন, "খরা-সহিষ্ণু ফল চাষ ও জৈব সার ব্যবহারে নতুন সম্ভাবনা দেখছি।" এ প্রশিক্ষণগুলো ফলচাষিদের জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পরিবেশ সম্মতভাবে ফল চাষ ও উত্তম কৃষি অনুশীলন নিয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

গত তিনমাসে সাপাহার ও নিয়ামতপুর শাখা অফিসে ঘাসফুল SMART-ফল প্রকল্পের আওতায় "পরিবেশসম্মতভাবে ফল চাষ ও উত্তম কৃষি অনুশীলন" শীর্ষক একটি করে দুইটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিকগণ প্রাকৃতিক উপায়ে ফল চাষের সমস্ত দিক–মাটি ও চারা বাছাই, রোপণ কৌশল, গাছের পরিচর্যা, অঙ্গ ছাঁটাই, ফল সংগ্রহ-সংরণ এবং জৈব পদ্ধতিতে রোগ-পোকামাকড় দমন–বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফ্রুটস্ অ্যান্ড ভেজিটেবলস এলাইড প্রোডাক্টস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ঢাকার প্রশিক দিনেন্দ্রনাথ সরকার, নওগাঁ কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের সিনিয়র কৃষি প্রকৌশলী আবুল খায়ের মো. মাজহারুল ইসলাম, সাপাহারের অতিরিক্ত কৃষি অফিসার মো. মনিরুজ্জামান এবং SMART-ফল প্রকল্পের ম্যানেজার কুদরাত-ই-খোদা মো. নাছের।

প্রশিক্ষণে ৩৩ পুরুষ ও ১৪ নারীসহ মোট ৪৭ জন ফলচাষী অংশগ্রহণ করে।

পণ্যের সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত তিনমাসে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্যের সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক সাপাহার ও নিয়ামতপুর শাখায় ১টি করে মোট ২টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণগুলোতে উপস্থিত ছিলেন প্রশিক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন – বিএসটিআই নওগাঁর ফিল্ড অফিসার মো: শাখওয়াত হোসেন, আর ডি আর ফুড এর সিইও রবিউল ইসলাম, Sustainable Agriculture Solutions এর নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আনামুল হক।

ফল প্রক্রিয়াজাত পণ্য বিশেষত জ্যাম, জেলি, আচার ও আমসত্ত্বের আন্তর্জাতিক মান (যেমন ISO, HACCP, অর্গানিক স্ট্যান্ডার্ড) অর্জনের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবায়ন কৌশল এবং বাজারজাতকরণে পণ্যের সনদের ভূমিকা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা, বিভিন্ন প্রকার (ম্যান্ডেটরি ও ভলান্টারি) সনদ, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর কৌশলগত গুরুত্ব সনদের জন্য আবেদনের ধাপসমূহ, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন প্রস্তুতি, সরকারি ভর্তুকি সুবিধা সংক্রান্ত হাতে-কলমে নির্দেশনা, সার্টিফাইড পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে বিপণন কৌশলসহ জ্যাম-জেলি তৈরির প্রায়োগিক ডেমো প্রদর্শন করা হয়। প্রশিক্ষণে ২২ জন মহিলা ও ২৭ জন পুরুষসহ মোট ৪৯ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করে। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের ও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিবেশ কাবের সভা অনুষ্ঠিত

গত তিন মাসে সাপাহার ও নিয়ামতপুর শাখায় ৬টি পরিবেশ কাবের (সাপাহার মডেল, পাতারি, নিরমইল, আমন্তপুর, রাসুলপুর ও শ্যামনগর) উদ্যোগে ৩টি করে মোট ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভাগুলোতে বাগান পরিচর্যা, ফলচাষ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহারের গুরুত্বসহ পরিবেশবান্ধব কৃষি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি মাটির গুণগত মান ও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সাথী ফসল চাষ এবং মালচিং পদ্ধতি অনুসরণের পরামর্শ দেওয়া হয়। আম চাষের গুরুত্ব, আন্তর্জাতিক বাজারে ব্র্যান্ডিং, সংরণ ব্যবস্থা, ব্যবসার বহুমুখীকরণ ও উৎপাদন-বিপণনসংক্রান্ত চাষীদের সমস্যা নিয়েও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

সভাগুলো পরিচালনা করেন সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে. এম. জি. রব্বানী বসুনিয়া এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মো. নাছের। এ সময় ৪৮ জন নারী ও ২৮১ জন পুরুষসহ মোট ৩২৯ জন কাবের সদস্য ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

"মডেল ME"- এ জলবায়ু-সহনশীল কৃষি প্রযুক্তি বাস্তবায়নে সহায়তা

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন SMART প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু-সহনশীল কৃষি চর্চা (RECP) সম্প্রসারণে "মডেল ME" ও "বেসিক ME" নামে দুটি শ্রেণী নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে "মডেল গউ" হিসেবে নিয়ামতপুর, পোরশা ও পত্নীতলা উপজেলার চারজন কৃষক তাঁদের বাগানে জলবায়ু-সহনশীল আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করেছেন। নিয়ামতপুরের অর্জুনপুরের মো. মোতালিব হোসেন স্থাপন করেছেন স্প্রিংলার সেচ পদ্ধতি, একই উপজেলার জুমুরহাটের মো. সুলাইমান ও পত্নীতলার চকখলিলের মো. হাফিজুর রহমান স্থাপন করেছেন ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা, এবং পোরশার পলাশবাড়ির মো. আনোয়ারা জাহিদ স্থাপন করেছেন জৈবসার ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র।

উক্ত প্রযুক্তিগুলো স্থাপনে কৃষকদের প্রকল্প থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে পানি সাশ্রয়, উৎপাদন বৃদ্ধি, মাটির আর্দ্রতা সংরণ এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি চর্চা সম্প্রসারণে সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে।

পানি স্বল্প নওগাঁ অঞ্চলে ড্রিপ ও স্প্রিংলার সেচ প্রযুক্তি ইতোমধ্যে ফলচাষে এক কার্যকর ও টেকসই সমাধান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

"বেসিক ME"-এর RECP বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন "SMART" প্রকল্পের আওতায় "বেসিক ME (Microenterprise)" গুলোর জলবায়ু-সহনশীল কৃষি চর্চা (জউঈচ) সম্প্রসারণে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গত তিনমাসে মোট ৮৫টি ME-কে RECP-এর মূল নীতিমালা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের যান্ত্রিক আগাছা পরিষ্কার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরা (OHS), এবং শক্তি-সাশ্রয়ী কৃষি অনুশীলন বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রকল্প থেকে উপকারভোগী সদস্যদের নিম্নোক্ত প্রযুক্তিগত ও উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে: জৈবসার ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, রিং পার্ট, মই (লেডার), চার্যার স্প্রে মেশিন, প্রুনিং সিকেচার, জৈব কীটনাশক (বায়ো) জৈব ছত্রাকনাশক (ট্রাইকোডার্মা)। এছাড়া মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে সুষম সার ব্যবহার, ড্রিপ ইরিগেশন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) এবং জৈব-অজৈব সারের সমন্বিত প্রয়োগ (IFM) বিষয়ে ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এই উদ্যোগের ফলে অংশগ্রহণকারী MEগুলো এখন উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, বর্জ্য পুনর্ব্যবহার এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার হার কমিয়ে আরও পরিবেশবান্ধব কৃষি চর্চায় অভ্যস্ত হচ্ছে।

নওগাঁয় SMART প্রকল্পের সহায়তায় ট্রাইকো কম্পোস্টে টেকসই কৃষির অগ্রযাত্রা

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ঋগঅজঞ প্রকল্পের সহায়তায় নওগাঁ জেলার চারটি মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ (ME) বর্তমানে ট্রাইকো কম্পোস্টভিত্তিক জৈব সার উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে, যা স্থানীয় কৃষিতে টেকসই পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

নিয়ামতপুরের মো. ইমরান হোসেন বাগানের অবশিষ্টাংশ ও গোবর ব্যবহার করে মাসে প্রায় ১২০০ কেজি ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন করছেন। একইভাবে পোরশার মো. ফিরোজ শাহ ও পত্নীতলার মোসাম্মৎ আয়েশা ট্রাইকো সার তৈরির প্রদর্শনী পরিচালনা করছেন। এদিকে সাপাহারের মো. সামসুল আলম স্থাপন করেছেন একটি ট্রাইকো জৈব সার উৎপাদন কেন্দ্র, যেখানে তিনি নিজ জমির জন্য সার উৎপাদন ও বিপণন করছেন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বাহাদুর মিয়া উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তিতে গোবর, কৃষি বর্জ্য, কচুরিপানা ও নিমপাতার সঙ্গে ট্রাইকোডার্মা মিশিয়ে ৪০-৪৫ দিনে উচ্চমানের জৈব সার উৎপাদন করা হয়। এই সার ফসলের রোগ নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাটির উর্বরতা উন্নত করে, পাশাপাশি রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস করে।

এই উদ্যোগ স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বিষমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব কৃষি চর্চার

নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে এবং বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ও আয়বৃদ্ধির টেকসই পথ তৈরি করছে।

নিয়ামতপুরে তিন দিনব্যাপী ফল মেলা অনুষ্ঠিত

নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলা মাঠ প্রাঙ্গণে ১৯ - ২১ জুন ২০২৫ পর্যন্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে তিন দিনব্যাপী ফল মেলা অনুষ্ঠিত হয়। "দেশি ফল বেশি খাই, আসুন ফলের গাছ লাগাই" প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এ মেলায় ঘাসফুলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়।

ঘাসফুলের স্টলে দেশি-বিদেশি আমের বিভিন্ন জাত যেমন আম্রপালি, হিমসাগর, ল্যাংড়া, হাড়িভাঙ্গা, ব্যানানা ম্যাংগো, ড্রাগন ফল, করমচা ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। পাশাপাশি ফলের চারা, জৈব সার ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের প্রদর্শনীও ছিল।

মেলা পরিদর্শনকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুর্শিদা খাতুন ফলচাষের অগ্রগতি ও রপ্তানির সম্ভাবনা বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঘাসফুলের প্রতিনিধি এস.এম. কামরুল হাসান জানান, ড্রাগন ফল ও ব্যানানা ম্যাংগো এ অঞ্চলের মাটিতে ভালো ফলন দিচ্ছে এবং সরকারি সহায়তা পেলে এসব ফল রপ্তানির মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

"বেসিক ME"-এর RECP বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন "SMART" প্রকল্পের আওতায় "বেসিক ME (Microenterprise)" গুলোর জলবায়ু-সহনশীল কৃষি চর্চা (RECP) সম্প্রসারণে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গত তিনমাসে মোট ৮৫টি ME-কে RECP-এর মূল নীতিমালা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের যান্ত্রিক আগাছা পরিষ্কার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরা (OHS), এবং শক্তি-সাশ্রয়ী কৃষি অনুশীলন বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রকল্প থেকে উপকারভোগী সদস্যদের নিম্নোক্ত প্রযুক্তিগত ও উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে: জৈবসার ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, রিং পার্ট, মই (লেডার), চার্যার স্প্রে মেশিন, প্রুনিং সিকেচার, জৈব কীটনাশক (বায়ো) জৈব ছত্রাকনাশক (ট্রাইকোডার্মা)। এছাড়া মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে সুষম সার ব্যবহার, ড্রিপ ইরিগেশন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) এবং জৈব-অজৈব সারের সমন্বিত প্রয়োগ (IFM) বিষয়ে ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এই উদ্যোগের ফলে অংশগ্রহণকারী MEগুলো এখন উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, বর্জ্য পুনর্ব্যবহার এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার হার কমিয়ে আরও পরিবেশবান্ধব কৃষি চর্চায় অভ্যস্ত হচ্ছে।

নওগাঁয় SMART প্রকল্পের সহায়তায় ট্রাইকো কম্পোস্টে টেকসই কৃষির অগ্রযাত্রা

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন SMART প্রকল্পের সহায়তায় নওগাঁ জেলার চারটি মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ (ME) বর্তমানে ট্রাইকো কম্পোস্টভিত্তিক জৈব সার উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে, যা স্থানীয় কৃষিতে টেকসই পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

নিয়ামতপুরের মো. ইমরান হোসেন বাগানের অবশিষ্টাংশ ও গোবর ব্যবহার করে মাসে প্রায় ১২০০ কেজি ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন করছেন। একইভাবে পোরশার মো. ফিরোজ শাহ ও পত্নীতলার মোসাম্মৎ আয়েশা ট্রাইকো সার তৈরির প্রদর্শনী পরিচালনা করছেন। এদিকে সাপাহারের মো. সামসুল আলম স্থাপন করেছেন একটি ট্রাইকো জৈব সার উৎপাদন কেন্দ্র, যেখানে তিনি নিজ জমির জন্য সার উৎপাদন ও বিপণন করছেন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বাহাদুর মিয়া উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তিতে গোবর, কৃষি বর্জ্য, কচুরিপানা ও নিমপাতার সঙ্গে ট্রাইকোডার্মা মিশিয়ে ৪০–৪৫ দিনে উচ্চমানের জৈব সার উৎপাদন করা হয়। এই সার ফসলের রোগ নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাটির উর্বরতা উন্নত করে, পাশাপাশি রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস করে।

এই উদ্যোগ স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বিষমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব কৃষি চর্চার

নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে এবং বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ও আয়বৃদ্ধির টেকসই পথ তৈরি করছে।

নিয়ামতপুরে তিন দিনব্যাপী ফল মেলা অনুষ্ঠিত

নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলা মাঠ প্রাঙ্গণে ১৯ – ২১ জুন ২০২৫ পর্যন্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে তিন দিনব্যাপী ফল মেলা অনুষ্ঠিত হয়। "দেশি ফল বেশি খাই, আসুন ফলের গাছ লাগাই" প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এ মেলায় ঘাসফুলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়।

ঘাসফুলের স্টলে দেশি-বিদেশি আমের বিভিন্ন জাত যেমন আম্রপালি, হিমসাগর, ল্যাংড়া, হাড়িভাঙ্গা, ব্যানানা ম্যাংগো, ড্রাগন ফল, করমচা ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। পাশাপাশি ফলের চারা, জৈব সার ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের প্রদর্শনীও ছিল।

মেলা পরিদর্শনকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুর্শিদা খাতুন ফলচাষের অগ্রগতি ও রপ্তানির সম্ভাবনা বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঘাসফুলের প্রতিনিধি এস.এম. কামরুল হাসান জানান, ড্রাগন ফল ও ব্যানানা ম্যাংগো এ অঞ্চলের মাটিতে ভালো ফলন দিচ্ছে এবং সরকারি সহায়তা পেলে এসব ফল রপ্তানির মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

পিকেএসএফ কর্মকর্তার মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন ও মতবিনিময়

PKSF Ges World Bank-এর আর্থিক সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়িত SMART ফল প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেণ ও মাঠপর্যায়ের চ্যালেঞ্জ-সম্ভাবনা মূল্যায়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফের কনসার্ন অফিসার মোঃ বদিউল আলম ১৩ – ১৫ মে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি পত্নীতলা, সাপাহার, পোরশা ও নিয়ামতপুর উপজেলার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (ME) ও ফল চাষিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি ফল উৎপাদনে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, পরিবেশবান্ধব কৃষি কৌশল এবং টেকসই ফল উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

জনাব বদিউল আলম ঘাসফুলের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, "SMART ফল প্রকল্প গ্রামীণ কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও টেকসই চর্চা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।"

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ সংবাদ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। গত তিনমাসে নিম্নবর্ণিত ৩টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন ঘাসফুলের উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স) সাইদুর রহমান খান, সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে. এম. জি. রব্বানী বসুনিয়া এবং জগএচ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ আমির হামজা।

এক নজরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণসমূহ

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
Women Entrepreneurship Development Training	১৩ এপ্রিল ২০২৫	১০ জন	PKSF
ক্ষুদ্র উদ্যোগ পরিচিতি ও অর্থায়ন কৌশল	১৬ মে ২০২৫	নওগাঁ জেলার কর্মকর্তাগণ	ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম
Environment & Environmental Law	১৮ মে - ২২ মে ২০২৫	০১ জন	BELA

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম সংবাদ

বিশ্ব স্বাস্থ্যদিবস ২০২৫ উদযাপিত

বিশ্ব স্বাস্থ্যদিবস ২০২৫ উপলক্ষেক্ষ ৭ এপ্রিল চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও আলোচনা সভা। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল– "জন্ম হোক সুরতি, ভবিষ্যৎ হোক আলোকিত"। আলোচনা সভায় মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং মা ও নবজাতকের টিকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. অংসুই প্রু মারমা। সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর আলম।

র‌্যালি ও আলোচনা সভায় ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ-এর ইনচার্জ সেলিনা আক্তার অংশগ্রহণ করেন।

নিয়মিত সেবা কার্যক্রম সম্পন্ন

ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকারভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৩২১
টিকাদান কর্মসূচি	২৩৭
পরিবার পরিকল্পনা	২৯১
গার্মেন্টিস স্বাস্থ্যসেবা	৫৪৪৯
হেলথ কার্ড	৫২১

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নত চক্ষুসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা:

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
সাপাহার	০২	২৩৩	৬৭	৩৭
মোট	০২	২৩৩	৬৭	৩৭

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায় নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে। গত তিনমাসে ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলায় মোট ০২টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম সংবাদ

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও বাঁশখালিতে ঘাসফুলের ঋণ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও বাঁশখালি উপজেলায় ঘাসফুলের উদ্যোগে ঋণ বিতরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সীতাকুণ্ড শাখা (কোড-৬১)-এর উদ্যোগে ১৬ এপ্রিল, বুধবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান কার্যালয় থেকে উপস্থিত ছিলেন উপপরিচালক সাদিয়া রহমান ও সহকারী পরিচালক জনাব শামসুল হক। এছাড়াও এরিয়া ম্যানেজার মো. সাইফুল ইসলাম, শাখা ব্যবস্থাপক জামাল উদ্দিন এবং ১নং সমিতির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, ২০ এপ্রিল, রবিবার বাঁশখালি শাখা (কোড-৬২)-এর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত উদ্বোধনীতে উপস্থিত ছিলেন উপপরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সাদিয়া রহমান, সহকারী পরিচালক জনাব শামসুল হক এবং শাখা ব্যবস্থাপক আবুল হাসনাত। অনুষ্ঠানে

বক্তারা বলেন– এই ঋণ কার্যক্রম শুধু আর্থিক সহায়তাই নয়, বরং নারীদের আত্মকর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। নারী মতায়নের পথে এটি ঘাসফুলের একটি দৃঢ় পদপে।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩০জুন ২০২৫ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪,০৪৮
সদস্য সংখ্যা	৭২,২৫১
সঞ্চয় স্থিতি	৯৪৩,২৯৭,৯৫৩
ঋণ গ্রহীতা	৫৫,৮৯৩
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	৩৩,৫২৯,২১৩,৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	৩১,০৭৪,৬২১,৪৯৬
ঋণ স্থিতির পরিমান	২,৪৫৪,৫৯২,২০৪
বকেয়া	২১২,১২৯,৭৩৪
শাখার সংখ্যা	৬০

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৮৫জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে। ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যুদাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৩,২৭৭,৩৩৪/-(বত্রিশ লক্ষ সাত্তার হাজার তিনশত চৌত্রিশ) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৮০৯,১২৭/- (আট লক্ষ নয় হাজার একশত সাতাশ) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৪৫১,০০০/- (চার লক্ষ একান্ন হাজার) টাকা।

শোক সংবাদ

পিতৃ বিয়োগ

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল সাপাহার শাখার শাখা হিসাব রক মোঃ শাহিনুর হোসেনের পিতা ০৩ মে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শহীদ জিয়া মেডিক্যাল কলেজ এ্যান্ড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

ঘাসফুল মিয়াবাজার শাখার (কুমিল্লা) ক্রেডিট অফিসার প্রবণ কুমার দাশ-এর শ্রদ্ধেয় পিতা শ্রী শুকলাল দাশ ১৩ মে পরলোক গমন করেছেন। "ওঁ গঙ্গা দহেয়ং সর্বগাত্রানি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু"! তার মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

ঘাসফুল মধ্যম হালিশহর শাখার ব্যবস্থাপক শুভজিৎ ঘোষ-এর পিতা ২০ মে নিজবাড়ীতে পরলোক গমন করেন। "ওঁ গঙ্গা দহেয়ং সর্বগাত্রানি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু"! তার পিতার মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

মাতৃ বিয়োগ

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল আইহাই শাখার হিসাবরক মোঃ মামুনের মমতাময়ী মাতা গত ০৩ মে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

ঘাসফুল'র সহকারি পরিচালক (এসডিপি) - কে. এম. জি. রব্বানী বসুনিয়া'র মাতা ০৯ জুন ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। মরহুমার পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি ঘাসফুল এর প থেকে আন্তরিক সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাচ্ছি এবং সেইসাথে মহান সৃষ্টিকর্তার দরবারে তাঁর রূহের মাগফেরাত এবং নাজাত কামনা করা হয় ।

ঘাসফুল-আরএমটিপি প্রকল্পের কর্মকর্তা শফিকুল গনি'র মমতাময়ী মা ১৮ জুন নওগাঁস্থ নিজবাড়িতে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২৪ বছর

ঘাসফুল ফিন্যান্স ও অডিট কমিটির ২৪ তম সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল ফিন্যান্স ও অডিট কমিটির ২৪তম সভা (২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৪র্থ সভা) গত ২৪ জুন ২০২৫ 'জুম' অ্যাপসের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল ফিন্যান্স ও অডিট কমিটির আহবায়ক ও ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি শিব নারায়ন কৈরী। কমিটির সদস্যদের মধ্যে সংযুক্ত ছিলেন যুগ্ম-আহবায়ক ও ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির কোষাধ্যক্ষ কে.এ.এম. মাজেদুর রহমান, নির্বাহী সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, সাধারণ পরিষদ সদস্য কবিতা বড়ুয়া এবং কমিটির সেক্রেটারী ও উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মারুফুল করিম চৌধুরী। এছাড়াও ঘাসফুলের নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, অডিট ও মনিটরিং বিভাগের ব্যবস্থাপক ওয়াহিদ জাবের চৌধুরী সংযুক্ত ছিলেন।

ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী'র রাজশাহী ও নওগাঁ সফর

১২ থেকে ১৮ মে এবং ১৪ থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী সংস্থার চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন ও মাঠপর্যায়ের বাস্তব অগ্রগতি মূল্যায়নের লক্ষ্যে রাজশাহী ও নওগাঁ সফর করেন। সফরকালে তিনি ঘাসফুল বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মকাণ্ড ঘুরে দেখেন এবং স্থানীয় কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

তিনি প্রকল্পের কার্যক্রমের মান, সময় ব্যবস্থাপনা, উপকারভোগী নির্বাচন ও ফলপ্রসূতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও মাঠপর্যায়ের বাস্তব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত হয়ে কার্যক্রম আরও গতিশীল করার পরামর্শ দেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের উপ-পরিচালক জনাব জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স) জনাব সাইদুর রহমান খান, সহকারী পরিচালক (এসডিপি) জনাব কে.এম.জি রব্বানী বসুনিয়া এবং প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। ঘাসফুলের কর্মকর্তারা প্রধান নির্বাহীর এই সফরকে মাঠপর্যায়ের মনোবল বৃদ্ধি ও কার্যক্রমের গুণগত মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন।

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা সলিম
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
সাদিয়া রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : ঘাসফুল, বাড়ি # ৬২, রোড # ০৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২১২, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫, ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org